সম্পাদকীয় ভূমিকা

ভাষা আন্দোলনের স্মারক মাসে প্রকাশিত হলো সর্বজনকথা ষষ্ঠ জার্ণাল। এই মাস একদিকে গৌরবের অন্যদিকে প্রতারণা আর প্রহসনের। একদিকে আমরা দেখবো বাংলাসহ এইদেশের বিভিন্ন মাতৃভাষার প্রান্তিকীকরণ, অন্যদিকে দেখবো/শুনবো বাংলা নিয়ে মিথ্যা প্রতিশ্রুতিযুক্ত হাজারো আড়ম্বর। শাসক শ্রেণীর ভাষা হয়েও বাংলা কেনো প্রান্তিক? এই ভাষা কি উচ্চশিক্ষা, আইন আদালত ইত্যাদিতে অনুপযুক্ত নাকি এর পেছনে রাজনীতি ও অর্থনীতির ক্ষমতা কাজ করছে? আমাদের পূর্বসূরী জগৎখ্যাত বিজ্ঞানী পন্ডিতেরা কী বলেন? এখন বিতর্কের জায়গা কোথায়? এসব প্রশ্নের উত্তর অনুসন্ধান করা হয়েছে প্রাবন্ধিক রাজনীতিবিদ ফিরোজ আহমদের লেখায়।

বাংলাদেশের চিকিৎসা ব্যবস্থার মূলধারা এখন পাশ্চাত্য চিকিৎসা। চিকিৎসক ও গবেষক মনিরুল ইসলাম এই চিকিৎসা ব্যবস্থার জন্মক্ষত অনুসন্ধান করেছেন তাঁর লেখায়। উপনিবেশের মাধ্যমে আরোপিত অন্যান্য সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বিষয়ের মতো এখানেও কীভাবে চিরস্থায়ী ক্ষত তৈরি হলো? এখানেও কি বন্ধাত্ব্য কিংবা খণ্ডিত জগত তৈরি হয়েছে? সম্পদ এবং সম্ভাবনার কী আমরা হারিয়েছি? কীভাবে এই দৈন্যদশা থেকে বের হওয়া সম্ভব? এই প্রবন্ধে এসব বিষয় নিয়েই বিশ্লেষণী আলোচনা। এখানেও আছে মাতৃভাষায় চিকিৎসাশাস্ত্র অধ্যয়নের প্রসঙ্গ।

এই অঞ্চলের সৃজনশীলতা ও দায়বদ্ধতার এক অনন্য প্রতীক আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের জীবনাবসান হয়েছিলো অকালেই। এই মাসেই তাঁর জন্মবার্ষিকী। তাঁর সংশয়, দ্রোহ ও স্বপ্ন বিষয়ে লিখেছেন বর্তমান সময়ের আরেকজন বিশিষ্ট কথাশিল্পী মামুন হুসাইন। 'মন্বন্তরের বছর জন্ম নেওয়া একজন মানবশিশু গাইবান্ধার সাঘাটা গোটিয়া হয়ে, ক্ষুধা-মৃত্যু বাঁচিয়ে, বগুড়া-ঢাকা হয়ে, কলকাতা হয়ে একদা পুণ্ড শহরের ঠনঠনিয়া গোরস্তানে তাঁর ট্রাভেলগ সমাপ্ত করে কিভাবে বাংলা জনপদের কাছে 'আখতারুজ্জামান ইলিয়াস' নাম ধারণ করলেন' তা নিয়ে তাঁর আরও লেখার সঙ্গে এটি আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ সংযোজন।

১৯৪৭-এর দেশভাগ যেভাবে ঘটেছে তার পেছনের রাজনীতি ও অর্থনীতি নিয়ে এখনও গবেষণা শেষ হয়নি। এতে ক্ষত-বিক্ষত অসংখ্য জীবনের অভিজ্ঞতার অনেককিছুই এখনও আমাদের জানা বাকি। নৃবিজ্ঞানী গবেষক সাঈদ ফেরদৌস তাঁর গবেষণা সাজিয়েছেন এসব জীবনের টুকরো টুকরো গল্প নিয়েই। গল্প ও বিশ্লেষণ নিয়েই তাঁর লেখা।

যথেষ্ট সম্ভাবনাময় হলেও বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় অন্য খাত ও প্রতিষ্ঠানগুলোর মতো চিনিশিল্প প্রতিষ্ঠান এখন গভীর সংকটে নিমজ্জিত। এর সাথে বিপন্ন শ্রমিক-কর্মচারি ও আখচাষিদের জীবনজীবিকা। এই সংকটের কার্যকারণ ও তার সমাধানের উপায় অন্বেষণ করতে গিয়ে তথ্য-উপাত্ত বিশ্লেষণ ছাড়াও মাঠপর্যায়ে সমীক্ষা করেছেন মোশাহিদা সুলতানা ও কল্লোল মোস্তফা। এর ওপর ভিত্তি করেই এই সংখ্যার প্রবন্ধ।

গতবছরের শেষে জলবায়ু পরিবর্তন নিয়ে প্যারিসে অনুষ্ঠিত হয়েছে বিশ্ব সম্মেলন যাতে সকল দেশের মধ্যে একটি চুক্তির বিষয়ে সমঝোতা হয়েছে। এই 'চুক্তির' মূলকথা এই সংখ্যায় তুলে ধরা হয়েছে সংক্ষেপে। পাশাপাশি জলবায়ু পরিবর্তন নিয়ে বিশ্ব রাজনীতি, বহুজাতিক পুঁজির জাল, পরিবেশবাদীদের আত্মসমর্পণ নিয়ে লেখা নাওমী ক্লেইন-এর সাম্প্রতিক গ্রন্থের একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়ের সারকথা বাংলায় উপস্থিত করা হয়েছে।

ভর্তি পরীক্ষার প্রশ্ন ফাঁস নিয়ে অভিযোগ বহুবার শোনা গেলেও এবারই প্রথম এক ধারাবাহিক প্রতিরোধ আন্দোলন জন্ম নেয়। এর সূচনা করেন মেডিক্যাল ও ডেন্টাল কলেজ ২০১৫-১৬ সেশনের ভর্তি পরীক্ষার ভর্তিচ্ছুক শিক্ষার্থীরা। এই বিষয়ে দোষী ব্যক্তিদের চিহ্নিত করবার পরিবর্তে উল্টো অভিযোগকারীদের ওপরই সরকার পুলিশি সন্ত্রাস এবং অপপ্রচার শুরু করে। আন্দোলনের একপর্যায়ে ভর্তিচ্ছু শিক্ষার্থীরা আমরণ অনশন শুরু করলে নাগরিকদের উদ্যোগে একটি গণতদন্ত কমিটি গঠিত হয়। শিক্ষক, চিকিৎসক, প্রকৌশলী, আইনজীবী, সাংবাদিক নিয়ে গঠিত এই কমিটি একমাসেরও কমসময়ের মধ্যে যে রিপোর্ট তৈরি করেন তা বিভিন্ন দিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ বিধায় এর সারসংক্ষেপ এই সংখ্যায় প্রকাশ করা হলো।

বিরঞ্জন রায় এর ধারাবাহিক প্রবন্ধ 'ভারতীয় দর্শন' এর দ্বিতীয় পর্ব এই সংখ্যায় প্রকাশিত হলো। 'ফুলবাড়ী কয়লা প্রকল্প: প্রতিরোধের শক্তি' নিয়ে ইকতিজা আহসানের পাঠ প্রতিক্রিয়া এবং লেখক সামিনা লুৎফার জবাবও আছে এই সংখ্যায়।

চা শ্রমিকদের বিপন্নতা ও দ্রোহ নিয়ে ফায়হাম ইবনে শরীফের লেখা ও ছবি এই সংখ্যার বিশেষ সংযোজন। এছাড়া বাংলাদেশের মধ্যবিত্ত এবং গার্মেন্টস শ্রমিক নিয়ে বিআইডিএসের দুটি গবেষণার সারসংক্ষেপ, ধর্মীয় উগ্রপন্থীদের হামলার টাইমলাইন, ননএমপিওভুক্ত শিক্ষকদের আন্দোলন, সুন্দরবন, রূপপুর, রেলওয়ে, পৌরসভা নির্বাচন, দেশ থেকে অর্থ পাচার, মানবাধিকার পরিস্থিতি ইত্যাদি নিয়ে 'সাম্প্রতিক' ও 'সংবাদপত্রের রিপোর্ট' সাজানো হয়েছে। পুলিশ বাহিনীর ভেতরের জগত নিয়ে সাবেক পুলিশ কর্মকর্তা সনতোষ বড়ুয়ার ধারাবাহিক লেখার প্রথম পর্ব প্রকাশিত হলো এই সংখ্যায়।

শত প্রতিকুলতা মোকাবিলা করে যথানিয়মে প্রকাশ করতে সক্ষম হলেও প্রচার ও পাঠক যোগাযোগে আমাদের এখনও ঘাটতি অনেক। এই ঘাটতিপূরণে লেখক পাঠকদের ওপরই আমরা ভর করে আছি। বলাই বাহুল্য যে, সর্বজনের সক্রিয়তার ওপরই সর্বজনকথার বিকাশ নির্ভর করে।

২৩ জানুয়ারি ২০১৬